২০/৫/২০০২

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

'বাংলাদেশ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সেল' গঠিত

বাসস ঃ সরকার ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ বছরমেয়াদী বাংলাদেশ শিক্ষানীতি-২০০০ বাস্তবায়নে একটি সেল গঠন করেছে।

'বাংলাদেশ শিক্ষানীতি-২০০০ বাস্তবায়ন সেল'-এর কর্মকর্তারা গতকাল জানান, সেল এখন পর্যায়ক্রমে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কর্মকৌশল প্রণয়নের কাজ করছে। তারা বলেন, এই প্রথমবারের মতো শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যসমূহের অন্যতম হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তারা বলেন, ডঃ কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে দেশে প্রথমবারের মতো প্রবর্তিত এই শিক্ষানীতি সময়ের প্রয়োজনে আরো সংশোধন ও উন্নত করা যাবে।

তারা বলেন, শিক্ষানীতির নতুন কাঠামো অনুযায়ী ১ বছরমেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রস্তাব করা হয়েছে। অপরদিকে প্রাথমিক শিক্ষার সময়কাল বর্তমান ৫ বছরের পরিবর্তে হবে ৮ বছর এবং মাধ্যমিক শিক্ষা হবে ৫ বছরের পরিবর্তে ৪ বছরমেয়াদী। স্নাতক সম্মান কোর্স বর্তমান ৩ বছরের স্থলে ৪ বছর করা হবে। বর্তমানে ২ বছরমেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী পাস কোর্স ৩ বছর করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে ডিগ্রী পাস কোর্স বিলুপ্ত করা হবে।

তারা আরো বলেন, স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্সের মেয়াদ বর্তমানে এক ও দু'বছর বহাল থাকবে। তারা বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এবতেদায়ী শিক্ষা হবে ৮ বছরমেয়াদী এবং দাখিল ৪ বছরের। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সগুলো মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের স্থলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এখতিয়ারে আনা হবে। কারিগরি ডিপ্লোমা কোর্সের মেয়াদ ৩ বছর থেকে বাড়িয়ে ৪ বছর করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতি অবশ্য ১০ বছরের স্থলে ১২ বছর পর অনুষ্ঠিত হবে। ১০ বছর শেষে বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তারা জানান, মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রাপ্তনম্বর মূল্যায়নের পরিবর্তে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে আবশ্যিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে চারুকলা চালু করা হবে। শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলা আবশ্যিক বিষয় হিসেবে থাকবে।

তারা বলেন, প্রতিবন্ধী ও পঙ্গু শিশুদের জন্য একটি সমন্বিত প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হবে।